36808 – فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ এই আয়াতে কারীমার তাফসীর

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

(অর্থ- হজ্বরে নর্িদষ্টি কয়কেটি মাস আছে। যে ব্যক্তি সসেব মাসে নজিরে উপর হজ্ব অবধারতি করে নয়ে সে হজ্বরে সময় কোন যৌনাচার করবে না, কোন গুনাহ করবে না এবং ঝগড়া করবে না)[সূরা বাকারা (২): ১৯৭] এ আয়াতরে অর্থ কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এই আয়াতে কারীমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা হজ্জরে কছিু বধিবিধান ও আদব-আখলাক উল্লখে করছেনে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ (অর্থ- হজ্বরেনর্িদষ্টিকয়কেটিমাসআছে।) এ মাসগুলো হচ্ছে-শাওয়াল, জলিক্বদ ও জলিহজ্বরে দশদনি। কোন কোন আলমেরে মতে, গোটা জলিহজ্ব মাস।

আল্লাহ তাআলারবাণী:فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (অর্থ- যব্েযক্তসিসেবমাসনেজিরেউপরহজ্বঅবধারতিকরনেয়ে)। অর্থাৎ ইহরাম বাঁধার মাধ্যমে। কারণ ইহরাম বাঁধলে হজ্জ সম্পন্ন করা অবধারতি হয়ে যায়। যহেতেু আল্লাহ তাআলা বলছেনে:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

(অর্থ- তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা সম্পন্ন কর)[সূরা বাকারা (২): ১৯৬]

আল্লাহ তাআলার বাণী: (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ)(অর্থ- সহেজ্বরেসময়কোনোযৌনাচার করবনো, কোনোগুনাহকরবনোএবংঝগড়াকরবনো) অর্থাৎ কোন ব্যক্তরি ইহরাম বাঁধার পর তার কর্তব্য হবে এ ইহরামরে মর্যাদা রক্ষা করা। ইহরাম বনিষ্টকারী যৌনাচার, গুনার কাজ ও ঝগড়াঝাঁটি থকেে নজিকেে হফোযত করা।

الرفث (যৌনাচার) বলা হয় সহবাসকে এবং সহবাস পূর্ব কথা ও কাজকে। যমেন- চুম্বন, কামোদ্দীপক ও যৌন আলাপচারতিা ইত্যাদি। আবার অশ্লীল ও খারাপ কথাকওে الرفث বলা হয়।

আর الفسوق (পাপ) বলা হয় সবধরনরে গুনার কাজকে। যমেন- পতিামাতার অবাধ্যতা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছন্নি করা, সুদ খাওয়া, এতমিরে সম্পদ ভক্ষণ করা, গীবত করা, চোগলখোরি করা ইত্যাদি। আবার ইহরাম অবস্থায় নষিদ্ধি কাজগুলোও ফুসুক বা পাপরে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এর الجدال অর্থ হচ্ছে- ঝগড়া-ববিাদ, অন্যায় বতির্ক। হজ্জ বা উমরার ইহরাম অবস্থায় কারো জন্য অন্যায়ভাবে ববিাদ করা জায়যে নইে। তবে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য উত্তম পন্থায় বতির্ক করা আল্লাহর আদশেরে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলনে: “ডাক তোমার প্রতপিালকরে দকিে হকিমত ও ওয়াজরে মাধ্যমে এবং তাদরে সাথে বতির্ক কর উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫] এই বষিয়গুলো (অর্থাৎ অশ্লীল কথা, গুনার কাজ, অন্যায় ঝগড়া)যদওি সর্বাবস্থায় নষিদ্ধি কন্তিু হজ্জরে মধ্যে এগুলোর নষিদ্ধিতা আরও জোরদার হয়। কনেনা হজ্জরে উদ্দশ্যে হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি দীনতা, হীনতা প্রকাশ করা। তাঁর আনুগত্যরে মাধ্যমে নকৈট্য হাছলি করা, পাপ থকেে পবত্রি থাকা। এভাবে আদায় করলে হজ্জটি মাবরুর হজ্জ হবে। আর মাবরুর হজ্জরে প্রতদিান জান্নাত ছাড়া আর কছিু নয়। আমরা প্রার্থনা করছি আল্লাহ আমাদরেকে তাঁর যকিরি, শুকর ও উত্তম ইবাদত করার সামর্থ্য দনি।

আল্লাহই ভাল জাননে।

দখেুন: ফাতহুল বারী (৩/৩৮২), তাফসীরে সাদী (পৃষ্ঠা-১২৫), বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র (১৭/১৪৪)।